রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ২৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৪ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৬৪-আইন/২০১৫।—বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি-২ এর—

(অ) দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(গগ) "দূরারোগ্য ব্যাধি" অর্থ এইরূপ কোন ব্যাধি, যাহা মানুষকে পর্যায়ক্রমে অক্ষম ও নির্জীব করিয়া ফেলে অথবা যাহার চিকিৎসা ব্যয়বহুল অথবা অদ্যাবধি যাহার কোন কার্যকরী প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয় নাই; যেমন: এইচআইভি (এইডস), ক্যান্সার, পোলিও, আর্থারাইটিজ, মেয়াদি সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, ইবোলা, ইত্যাদি;";

(আ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) "বিশেষ দক্ষতা" অর্থ কোন শ্রমিকের এইরূপ কোন দক্ষতা, যাহা অন্যান্য শ্রমিক অপেক্ষা উৎপাদনশীলতায় তাহার উৎকর্ষতা প্রমাণ করে অথবা উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাহা তাহাকে অধিক ভূমিকা রাখিতে সহায়তা করে অথবা যাহা তাহাকে আধুনিক ও পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি সহজে আত্মস্থ করিতে সক্ষম করে ও কর্মক্ষেত্রে অধঃস্তন ও শিক্ষানবিস কর্মীকে উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবহারে আগ্রহী, সক্ষম ও পারদর্শী করিয়া তুলিতে সহায়তা করে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে,";

মূল্যঃ টাকা ১২.০০

(খ) বিধি ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩। **তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) তহবিলের অর্থ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে ফাউন্ডেশনের নামে জমা রাখিতে হইবে।

(২) বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৩) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী পরিচালনার সুবিধার্থে উহার বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, তহবিলের অধীনে স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাব খোলা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাব মহাপরিচালক এবং, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত পরিচালকের নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত কর্মকতা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত পদ শূন্য থাকিলে, মহাপরিচালক এবং, চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা যাইবে।

(৫) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন লাভজনক খাতে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৭) বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যয়, ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের লভ্যাংশ হইতে নির্বাহ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের জন্য ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(৮) বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণকে এবং সভা আয়োজনের জন্য উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ফাউন্ডেশনের অনধিক ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা যাইবে।

(৯) ফাউন্ডেশন কর্তৃক শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তহবিল সংশ্লিষ্ট ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ, ক্ষেত্রমত, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।";

(গ) বিধি ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪। **তহবিল হইতে প্রদেয় অনুদানের খাত, পরিমাণ ও প্রাপ্তির পদ্ধতি**।—(১) তহবিলের অর্থ দ্বারা শ্রমিক, শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পোষ্য এবং শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার পরিবারকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) শ্রমিকদের চিকিৎসা প্রদানকারী বিভিন্ন শ্রম হাসপাতাল ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অথবা দুর্ঘটনা বা পরিবেশগত কারণে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিয়োগ, ঔষধ সরবরাহ ও মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনায় বা চিকিৎসা প্রদানকারী ক্লিনিক বা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় মিটাইবার জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান;

(খ) কোন শ্রমিকের সন্তানের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(গ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তাহার পরিবারকে এককালীন সহায়তা প্রদান;

(ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঙ) শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(চ) শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

(ছ) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠিত শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক যৌথ বীমা তহবিল ও ভবিষ্য তহবিলে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদন করিতে হইবে এবং ব্যক্তির জন্য সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, বিধি- ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, ফরম-'ক' অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন শ্রম হাসপাতাল, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ক্লিনিক বা হাসপাতালকে অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে।

(৪) কোন শ্রমিকের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫(পঁচিশ) হাজার টাকা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সন্তোষজনক প্রত্যয়নসহ ফরম-'কক' অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে এবং শিক্ষা বৎসর বা সেমিস্টার ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে উক্ত অর্থ প্রদান করা হইবে।

(৫) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসকিভাবে স্থায়ী অক্ষম হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করিলে, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এককালীন অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক প্রদান করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৬) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে, অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান করা যাইবে, যাহা পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৭) কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে।

(৮) কোন শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালার আলোকে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান করা যাইবে।

(৯) শ্রমিকদের যৌথবীমা ও ভবিষ্য তহবিলে সহায়তার অংশ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(১০) কোন দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিকের মৃত্যু হইলে এবং তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য থাকিলে সংশ্লিষ্ট অর্থ তাহার পরিবারের সকল উত্তরাধিকারীকে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শ্রমিকের উত্তরাধিকারীগণের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্যকে প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণবশতঃ কোন শ্রমিকের উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমতার্পণ না করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যায়িত সনদপত্রের ভিত্তিতে, নিয়োগকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী, আবেদনকারীকে তাহার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা যাইবে।

(১১) প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিককে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন করিতে হইবে।

(১২) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিককে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন করিতে হইবে।";

(ঘ) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৬) প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিবন্ধিত শ্রমিকদের যৌথ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের অংশবিশেষ তহবিল হইতে প্রদান করা যাইবে।";

(ঙ) বিধি ৬ এর—

(অ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "৩০ (ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৬০ (ষাট)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত "২১ (একুশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৪৫(পঁয়তাল্লিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) বিধি ১০ এ উল্লিখিত উক্ত বিধির ক্রমিক নং "১০" এর পরিবর্তে "৭" প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ছ) "ফরম-'ক' " এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ "ফরম-'ক' " ও "ফরম-'কক' " প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"ফরম-'ক'
[বিধি ৪(২)দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন ফরম

সহায়তা যাচনার কারণঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষমতা;

(খ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু;

(গ) দূরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা;

(ঘ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকার;

(ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ;

(চ) চিকিৎসা ব্যয়;

(ছ) শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনা;

(জ) অংশগ্রহণমূলক যৌথবীমা ও ভবিষ্য তহবিল।

বি:দ্রঃ মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ এবং চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

১। **শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী ঃ**

(ক) নাম ঃ.....

(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ .....

(গ) পিতার নাম ঃ .....

(ঘ) মাতার নাম ঃ .....

(ঙ) জন্ম তারিখ ঃ .....

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে)ঃ

(ছ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ.....ডাকঘর ঃ .....
থানা/উপজেলা ঃ.....জেলা ঃ.....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ.....

(জ) বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ.....ডাকঘর ঃ .....
থানা/উপজেলা ঃ.....জেলা ঃ.....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ.....

২। **প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী ঃ**
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

.....

বি:দ্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৩। **অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ**

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল ঃ .....

বি:দ্রঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৪। **স্থায়ীভাবে অক্ষম বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) আবেদনকারীর নাম ঃ .....
(খ) স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ .....
(গ) পিতার নাম ঃ .....
(ঘ) মাতার নাম ঃ .....
(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপিসহ) ঃ .....
(চ) অক্ষম/মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ঃ .....
(ছ) ব্যাংকের নাম ও এ্যাকাউন্ট নম্বর ঃ .....
(জ) আবেদনকারীর ঠিকানা ঃ গ্রাম বা মহল্লা ঃ ..... ডাকঘর ঃ .....
থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ .....

বিঃদ্রঃ মৃত বা স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের যোগ্য উত্তরাধিকারী সম্পর্কে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকারী সনদ থাকিতে হইবে।

৫। **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ ..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ .....

৬। **সরকারি বা বেসরকারি কোন তহবিল বা উৎস হইতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ ..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ .....

৭। **অন্য কোনো তথ্য (যদি থাকে)** ঃ .....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের জন্য সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা উল্লেখ থাকিতে হইবে) ঃ

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

ফরম-'কক'

[বিধি ৪(৪) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের, সন্তানদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরম

সহায়তা যাচনার কারণঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) সাধারণ শিক্ষা;

(খ) উচ্চ শিক্ষা (সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারি কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)।

১। **শ্রমিকের/ব্যক্তিগত তথ্যাবলি** ঃ

(ক) নাম ঃ .....

(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ .....

(গ) পিতার নাম ঃ .....

(ঘ) মাতার নাম ঃ .....

(ঙ) জন্ম তারিখ ঃ .....

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

(ছ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ ..... ডাকঘর ঃ .....

থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

(জ) বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ ..... ডাকঘর ঃ .....

থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ .....

২। **প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলি** ঃ (প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উল্লেখসহ নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

.....

বি:দ্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৩। **অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ**

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল ঃ .....

বি:দ্রঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৪। **শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য শ্রমিকের সন্তানের তথ্যাবলি ঃ**

(ক) নাম ঃ .....

(খ) জন্ম তারিখ ঃ .....

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .....

(ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণি ঃ .....

(ঙ) অর্জিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র ও সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

(চ) টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর ঃ .....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর ঃ .....

বি:দ্রঃ শ্রমিকের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে (সরকারী মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারী কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়ন বা সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৫। **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ ..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ .....

৬। **সরকারী বা বেসরকারি কোন তহবিল বা উৎস হইতে একই কারণে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ ..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ .....

৭। **অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে)** ঃ .....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীর জন্য সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল উল্লেখ থাকিতে হইবে)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা উল্লেখ থাকিতে হইবে)
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd